Learning Resource

B.Sc. 4th Semester General
Economics
DSC 1DT: Features of Indian Economy

Prof. Swastick Sen Chowdhury

Unit-II: Human Resources and Economic Development

ভূমিকা

মানবসম্পদ প্রতিটি জাতির জন্য আশীর্বাদস্বরূপ । জনসংখ্যা যতক্ষণ পর্যন্ত মানবসম্পদে পরিণত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা জাতির বোঝা । জাতীয় উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের বিকল্প নেই । মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষাই প্রধান ভূমিকা পালন করে । শিক্ষা ছাড়া কোন দেশ, জাতি উন্নতি করতে পারে না । নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা জাতির জন্য অভিশাপ ।

মানব সম্পদ উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়াগত বিষয়। এটি আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার সমার্থবোধক। মানব সম্পদ উন্নয়নের দু'টি পন্থা আছে। প্রথম : আর্থ-সামাজিক উন্নতি কাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, পুঁজি বিনিয়োগ। দ্বিতীয়ত : নারী স্বাধীনতা, ছোট পরিবার গঠনের ইচ্ছা, চিত্ত বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি। মানব সম্পদ উন্নয়ন বর্তমান বিশ্বে যে কোন উন্নতির চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচিত।

মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রত্যয়টি সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যক্তির সম্পৃক্ততা ও সম্যক জীবন যাপনের গুণগত পরিমাণ দ্বারা এটি পরিমাপযোগ্য। মানব সম্পদ উন্নয়নের মান পরিমাপ ও নির্ণয়ের কতকগুলো পদ্ধতি আছে এই পদ্ধতিগুলো সময়ের আবর্তে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে উদ্ভাসিত হয়েছে।

বিষয়বস্তু

মানবসম্পদ বলতে কী বুঝায় সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পল জে মায়ার বলছেন, 'The greatest natural resource of our country is its people' আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, অন্যান্য সম্পদের মতো মানুষও জাতির সম্পদ। বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে, কোনো দেশের জাতীয় আয় (GNP) যেমন– তার প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঠিক তেমনি দেশের মানুষের গুণগত মানের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ছাড়া সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। সমাজের উন্নয়নে প্রকৃতপক্ষে অর্থ ও বস্তুসম্পদের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে মানবসম্পদ। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস মানুষকে তাই মানবীয় মূলধন (Human capital) হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এই মানবীয় মূলধনকে আধুনিক পরিভাষায় মানবসম্পদ (Human resource) হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। মানবশক্তি তখনই মানবসম্পদে রূপান্তরিত হয়, যখন তাকে সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করা যায়।

মানব কখন 'মানবসম্পদ' হিসেবে বিবেচিত হবে?

মানবসম্পদ (Human resource) সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক বা জন্মগত নয়। সাধারণ মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে মানবসম্পদে পরিণত হয়। মানুষ এবং মানবসম্পদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন–

১. কোনো ব্যক্তিকে তখনই সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে যখন সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। মানবসম্পদের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হলো স্বাস্থ্য বা দৈহিক সামর্থ্য।

২. কোনো ব্যক্তিকে তখনই সামাজিক দিক থেকে উপযোগী বা সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে যখন সে সামাজিক কোনো না কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দক্ষতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৩. প্রত্যেক মানুষের সাধারণ মানসিক ক্ষমতার সঙ্গে কিছু না কিছু বিশেষ মানসিক ক্ষমতা থাকে। এই বিশেষ মানসিক ক্ষমতা তাকে কোনো বিশেষ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করে। এই বিশেষ মানসিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিকে মানবসম্পদ বলা হয়।

৪. মানবকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করার একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য উপাদান হচ্ছে স্বাক্ষরতা (Literacy)। কোনো ব্যক্তিকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে তখনই যখন সে সামাজিক নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী স্বাক্ষরতা অর্জন করবে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন কী?

মানবসম্পদ উন্নয়ন হলো জনসম্পদের এমন এক গুণগত পরিবর্তন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তারা উৎপাদনক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে বলিষ্ঠ অবদান রাখতে পারে এবং মানবীয় শক্তি-সামর্থ্যের সর্বোত্তম বিকাশে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে ব্যক্তিকে কর্মে নিযুক্ত করার সম্ভাবনা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেছে। বিশ্বব্যাংকের মতে মানবসম্পদ উন্নয়ন হলো, কোনো রাষ্ট্রের মানুষের সামগ্রিক বিকাশ প্রক্রিয়ার একটি অংশ, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সমগ্র জনসংখ্যার কর্মে নিযুক্তির সম্ভাবনা বাড়ানো যায় এবং তার মাধ্যমে সামাজিক অসাম্য দূর করা যায়। (Human Resource development is a complementary approach to other development strategies, particuiarly employment and reduction of inequalities)। সামাজিক অসাম্য বিষয়টি অর্থনৈতিক দর্শনের সাথে প্রধানত জড়িত হলেও এক্ষেত্রে বলার কথা এই যে, মানবসম্পদ উন্নত হলে সমাজে সকল মানুষের ন্যূনতম কল্যাণ নিশ্চিত করা যায়। ফ্রেডারিক হার্বিসন ও চার্লস এ মায়ার্স-এর মতে, 'মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে এমন এক প্রক্রিয়াকে বুঝায় যার মাধ্যমে কোনো সমাজের সকল মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।' (Human Resource development is the preocess of increasing the knowledge, the skill and the capacities of all the people in a society.)

মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব

উন্নয়নের মূলে রয়েছে মানুষ। তাই পল্লী উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, শিল্প উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবদান রাখতে হবে মানুষকেই এবং উন্নয়ন ঘটাবে মানুষ। অতএব দেশে যত রকমের বস্তুসম্পদ এবং সম্ভাবনা থাকুক না কেন যতক্ষণ মানুষ এ সম্পদ আহরণ এবং ব্যবহার উপযোগী করতে না পারবে ততক্ষণ আমরা এ সেবা থেকে বঞ্চিত থাকবো। তাই দেশের জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে মানবসম্পদ উন্নয়ন তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে।

'৬০-এর দশকে সাহায্যদাতা সংস্থাগুলো মানবসম্পদ উন্নয়নকে একটি সার্বিক উন্নতি এবং আধুনিকায়নের 'ইঞ্জিন' হিসেবে গণ্য করত। বর্তমানে যে কোনো দেশের জনগোষ্ঠী সেই দেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। সীমিত ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের দেশ জাপান, হংকং, সিঙ্গাপুর ও নেদারল্যাণ্ড প্রমাণ করেছে যে, একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামগ্রিক উন্নয়ন নির্ভর করে জনগণের দক্ষতা, পরিশ্রম ও উদ্যোগের ওপর। সুতরাং বলা যায় যে, উন্নয়ন প্রকৃতপক্ষে মানুষের দ্বারাই সংঘটিত হয়। অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ যদিও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু টেকসই উন্নয়নের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বা যথেষ্ট নয়। সম্পদের অপ্রতুলতা দ্রুত উন্নয়নের জন্য অলঙ্ঘনীয় বাধা নয়। একটি দেশের উন্নয়ন অনেকটা নির্ভর করে সে দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ওপর।

মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়

হার্বিসন এবং মায়ার্স তাদের গবেষণায় মানবসম্পদ উন্নয়নের ৫টি উপায় উল্লেখ করেছেন। যথা−

১. **আনুষ্ঠানিক শিক্ষা :** প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাঠামোর মাধ্যমিক শিক্ষা এবং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ পর্যায়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে।

২. **কর্মকালীন প্রশিক্ষণ** : ধারাবাহিক বা উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা।

৩. **আত্ম উন্নয়ন** : যেমন− জ্ঞান, দক্ষতা ও সামর্থ্যের উন্নয়ন যা ব্যক্তি তার নিজের চেষ্টায় আনুষ্ঠানিক উপায়ে অথবা দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে অনানুষ্ঠানিক উপায়ে পড়ে বা অন্যের কাছ থেকে শিখে নিজের আগ্রহ ও কৌতূহল অনুযায়ী ব্যাপক গুণমান, দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করে।

৪. **স্বাস্থ্য উন্নয়ন :** উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং গণস্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মরত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য উন্নয়ন।

৫. **পুষ্টি উন্নয়ন :** পুষ্টি মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে মানুষ অধিক সময় ধরে কাজ করতে পারে এবং তার কর্মজীবন দীর্ঘ হয়।

৬. সুনীতি শিক্ষার সম্প্রসারণ।

৭. যৌক্তিকতাবোধ জাগ্রতকরণ তথা বিবেক-বিবেচনাবোধ সম্পন্ন মানস গঠন।

৮. দেশপ্রেমের দীক্ষা প্রদান।

জনসংখ্যা ও জীবনযাত্রার মান

ভূমিকা

একটি দেশের জনসংখ্যার জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে যখন কিছু বলা হবে তখন তা এভাবে বুঝানো হবে যে, এটি হলো একটি দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গুণগত উৎকর্ষের মাধ্যমে ব্যক্তির যথাযথ চিন্তা চর্চা, কর্ম নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যবোধের উন্নয়ন।
জনসংখ্যার জীবনযাত্রার মান প্রত্যয়টি একটি আপেক্ষিক, চলমান ও সমাজ কাঠামো নির্ভর। এটি একদিকে যেমন একটি দেশের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দক্ষ জনগোষ্ঠীকে নির্ধারণ করে তেমনি অন্যদিকে ঐ জনগোষ্ঠী জীবনমানের সর্বাধিক মৌলিক চাহিদা পূরণ করে এটিকে উন্নত ও গতিশীল পর্যায়ে স্থির রাখে।

বিষয়বস্তু

জনসংখ্যা : যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সার্বিক সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। এটি একদিকে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে তেমনি অন্যদিকে অর্থণৈতিক উন্নয়নের পথে গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে জনশক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। পক্ষান্তরে, আপনারা দেখবেন, কোন দেশের জনসংখ্যা যদি সম্পদের তুলনায় অধিক হয় তা হলে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

জনসংখ্যার গুরুত্ব

যে কোন রাষ্ট্রের জন্য তার জনসংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যা হলো উৎপাদনের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান। কি পরিমাণ উৎপাদন করা হবে, তা নির্ভর করে কর্মক্ষম উৎপাদনশীলতার উপর এবং উৎপাদনশীলতা নির্ভর করবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং দক্ষতার উপর। সুতরাং, উৎপাদন বৃদ্ধির অবর্তমানে কোন কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তা জনগণের জীবন মান উন্নয়ন ব্যাহত করে দেশে দারিদ্র ডেকে আনে। সুতরাং, অধিক জনসংখ্যা ও স্বল্প জনসংখ্যা বিপরীতমুখী দুটি অবস্থা। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ, ভারত, চীন প্রভৃতি দেশ অধিক জনসংখ্যা সমস্যায় আক্রান্ত পক্ষান্তরে জার্মানী, সিঙ্গাপুর মধ্যপাচ্যের দেশগুলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছে।

জনসংখ্যার পরিস্থিতি

জনসংখ্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেই শুধু চলবে না, বরং বর্তমান সময়ে জনসংখ্যার পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে আছে অর্থাৎ সমস্যাপূর্ণ? নাকি সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিরূপণ করতে হবে। এক্ষেত্রে অপরাপর উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোর সাথে নিজের দেশের তুলনা করতে হবে। যেমন, বাংলাদেশের মতো স্বল্প পরিসরে এতো অধিক সংখ্যক জনসংখ্যা বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে সিঙ্গাপুরের মতো উন্নত দেশটিতে স্বল্প জনসংখ্যাই তাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার ফলে তারা পর্যাপ্ত শ্রমশক্তির অভাব বোধ করছে। অপরদিকে, আপনারা লক্ষ করলে দেখবেন, যেখানে আমাদের দেশে ৫০%-এর বেশী লোক চরম দারিদ্রসীমার নীচে বাস করছে, সেখানে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশগুলো ৮০% এর বেশী লোক উন্নত জীবন যাপন করছে।

বিভিন্ন আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যার প্রভাব

কমবেশী প্রায় সব দেশেই জনসংখ্যার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হলো যেমন –

খাদ্য ঘাটতি ঃ কোন দেশের অধিক জনসংখ্যা সে দেশের খাদ্য ঘাটতি ঘটায়।

দারিদ্র ঃ মাথাপিছু আয় কম, সঞ্চয় কম, বিনিয়োগ কম, উৎপাদন কম এবং সবকিছুর ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় দরিদ্রতার। কিন্তু যদি কোন দেশের সম্পদ এবং জনসংখ্যাকে সঠিক সামঞ্জস্যতার মধ্যে এনে কাজে লাগানো যায়, তবে অবশ্যই ঐ দেশে দারিদ্র থাকবে না।

শিক্ষা ঃ অনুন্নত দেশগুলোতে অধিক জনসংখ্যা। শিক্ষা হতে বঞ্চিত হয় বলে তা অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায় অপরদিকে উন্নত দেশগুলোতে জনগণ পর্যাপ্ত শিক্ষার সুযোগ পায় বলে তা আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়।

কর্মসংস্থান ঃ অনুন্নত অর্থনীতির দেশেই কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা দেখা যায়, ফলে উদ্ভব হয় বেকারত্বের।

চিকিৎসা ঃ অনুন্নত দেশগুলো তাদের বিশাল জনসংখ্যার জন্য চিকিৎসার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টিতে সবসময় সক্ষম হয় না ফলে এসব দেশে জনগণ সর্বদায় স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে।

আবাসন ব্যবস্থা ঃ বর্তমানে বিশ্বের উন্নত, অনুন্নত সকল দেশেই আবাসন সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। বর্তমানে জাপানে জমির দাম সবচেয়ে বেশী। এই আবাসন সমস্যা নিরূপণের লক্ষ্যেই জাপান সরকার রাজধানী টোকিও থেকে সরিয়ে ওসাকা নগরীতে স্থানান্তরের চিন্তা-ভাবনা করছে।

সামাজিক রীতিনীতি ঃ উন্নত এবং অনুন্নত উভয় প্রকার দেশেই অধিক জনসংখ্যা সামাজিক রীতিনীতিকে ভঙ্গ করে এবং দেখা দেয় কিশোর অপরাধ, নারী অপরাধের মতো বিভিন্ন রকম সামাজিক অপরাধ।

জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা ঃ

কোন দেশের জন্য যদি সেই দেশের জনসংখ্যা সমস্যারূপে দেখা দেয় তাহলে নিম্নের উপায়গুলো বাস্তবায়ন করতে পারে।

- জনসংখ্যার পুনর্বন্টন করতে হবে।
- আন্তর্জাতিক স্থানান্তর ঘটাতে হবে।
- আয়ের পুনর্বন্টন করতে হবে।
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
- শিক্ষার সর্বোচ বিস্তার ঘটাতে হবে।
- সুষ্ঠু পরিবার পরিকল্পনা করতে হবে।

জীবনযাত্রার মান ঃ

যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা যায় তবে অবশ্যই জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটানো যাবে। তবে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য ঐ দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সর্বোচ উন্নত হতে হবে।

পরিবার পরিকল্পনা

ভূমিকা :

পরিবার পরিকল্পনা একটি জীবন ধারা একটি দর্শন এবং উদ্দেশ্য অর্জনের একটি উপায় বিশেষ। সাধারণ অর্থে পরিবার পরিকল্পনা বলতে আমরা জন্মনিয়ন্ত্রণ বুঝে থাকি। একটি পরিবারের সঠিক কল্যাণ ও উন্নতির লক্ষ্যে একটি দম্পতি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সচেতনভাবে চিন্তাভাবনা করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাকেই পরিবার পরিকল্পনা বলে।

বিষয়বস্তু

পরিবার পরিকল্পনার কয়েকটি বিষয় আছে যা অবশ্যই পর্যালোচনার যোগ্য :

- পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব
- পরিবার পরিকল্পনার প্রতিবন্ধকতাসমূহ
- পরিবার পরিকল্পনা সফল করার উপায়

পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব

বাংলাদেশের জনসাধারণের স্বল্প মাথাপিছু আয়, নিম্ন জীবনযাত্রার মান, ক্রমবর্ধমান দারিদ্র, ব্যাপক বেকারত্ব, খাদ্য ঘাটতি প্রভৃতি সমস্যার মূলে আছে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি। এই সমস্যার সমাধানের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অপরিহার্য।

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ
২. খাদ্য ঘাটতি দূরীকরণ
৩. বেকার সমস্যার সমাধান
৪. জমির উপর জনসংখ্যার চাপ হ্রাস
৫. জনসংখ্যার ঘনত্ব হ্রাস
৬. মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি
৭. দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

পরিবার পরিকল্পনার প্রতিবন্ধকতাসমূহ

পরিবার পরিকল্পনার বাস্তবায়নের পথে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলো প্রায়ই বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

১. শিক্ষার অভাব
২. নারী শিক্ষার অভাব
৩. ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি
৪. সামাজিক পরিবেশ
৫. দারিদ্র
৬. জীবনযাত্রার নিম্নমান
৭. জনগণের অনীহা
৮. জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা
৯. ঔষধপত্র ও সরঞ্জামের অভাব

পরিবার পরিকল্পনা সফল করার উপায়

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী সফল করে তুলতে হলে নিম্নের উপায়গুলো অবলম্বন করা উচিত :

১. শিক্ষার বিস্তার
২. নারী শিক্ষার প্রসার
৩. ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন
৪. বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথা রোধ
৫. চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা
৬. জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি শিক্ষাদান
৭. ব্যাপক প্রচার
৮. পুরস্কারের ব্যবস্থা।

জনসংখ্যা ও বেকারত্বের সম্পর্ক :

জনসংখ্যার গুণগত উন্নয়নের সাথে বেকারত্বের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

১. দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার পরিমাণ এবং সামর্থ্যের উপর বেকারত্বের বেশ-কম ঘটে।
২. যোগ্য এবং কর্মী শ্রম শক্তিকে কর্মসংস্থানের মাধ্যমেই বেকারত্ব থেকে বাঁচানো যায়।
৩. সঠিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং শারীরিক যোগ্য মাত্র কর্মসংস্থানের সদ্ব্যবহার করতে পারে।
৪. উপযুক্ত খাদ্য ও সুচিকিৎসার মাধ্যমে দেশের জনসংখ্যার বেকারত্বের পরিমাণ হ্রাস করানো যাবে।

Source: *www.ebookbou.edu.bd*